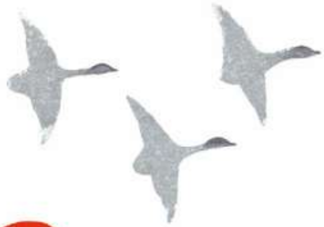


লাল-ঝুঁটি মোরগটি





লাল-ঝুঁটি মোরগটি

কারেলীয় রূপকথা



অনুবাদ: ননী ভৌমিক

ছবি এঁকেছেন: ক. অভ্‌চিন্নিকভ

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো



ছিল এক ভাই আর বোন। মা-বাপ তাদের মারা গিয়েছিল, ওদের জন্যে তারা রেখে যায় কেবল একটি মোরগ, ঝুঁটিটি তার লাল।

একবার ঘরে যখন দানাপানি নেই, দাদা বোনকে বললে:

'গোলাঘরে গিয়ে দ্যাখ তো কিছু পাস কিনা। বড়ো খিদে পেয়েছে।'

মেয়েটি গিয়ে দেখে সব শূন্য। ঝাড়ু নিয়ে ঝাঁট দিতে লাগল সে, শেষ পর্যন্ত পেলে একটিমাত্র দানা।

দানাটি সে এনে দিলে দাদাকে। ঠিক করলে ওটা পুঁতবে।

বাড়ির পেছনে একটা গর্ত খুঁড়ে দানাটা রেখে মাটি চাপা দিলে।

খুব সকালে উঠে দাদা দেখতে গেল কল বেরিয়েছে কিনা। দেখে, বেরিয়েছে মস্তো এক কান্ড, পাইন গাছের গুঁড়ির মতো মোটা, আর চুড়ো উঠে গেছে আকাশে।

'তাজ্জব ব্যাপার!' ছেলেটি ভাবল। 'গিয়ে দেখি ওপরে কী আছে,' এই ভেবে সে উঠতে লাগল গুঁড়ি বেয়ে।

উঠল সে মেঘ পর্যন্ত, কিন্তু গাছের মাথা মেঘ ফুঁড়ে আরও বহু উঁচুতে চলে গেছে।

মেঘের ওপর বেড়াতে লাগল ছেলেটা।

বেড়াতে বেড়াতে দ্যাখে ছোট্ট একটা বাড়ি। দরজা খুলে সে ঢুকল ভেতরে। দ্যাখে এক কোণে সেখানে বসে আছে এক বুড়ি, ভয়ংকর তার চেহারা, চোখ শুধু একটা, তাও ড্যাবডেবে, জ্বলজ্বল করছে চিলের মতো। বসে বসে যাঁতা দিয়ে কী যেন পিষছে।

যাঁতা ঘুরোয় বুড়ি আর তল থেকে বেরিয়ে আসে পিঠে আর সরুচাকলি!







বুড়ির দিকে তাকাতে ভয় হয়, কিন্তু যাঁতাটা থেকে যেভাবে পিঠে আর সরুচাকলি বেরুচ্ছে দেখে হাসি চাপা দায়।

কেন হাসি পাবে না! চুল্লির কাছে যে বস্তাটা ছিল তা পিঠে আর সরুচাকলিতে ভর-ভরাট।

ঘাবড়াল না ছেলেটা, খিদে তো পেয়েছিল, বস্তাটা নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে দে ছুট। গাছ পর্যন্ত দৌড়ে গুঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

বোনকে বললে, 'দ্যাখ কী এনেছি।'

সরুচাকলি আর পিঠে ভাই-বোনে খেলে অনেকদিন ধরে। কিন্তু একদিন বস্তা হাতড়ে দ্যাখে শূন্যি! খাবার কিছু নেই. ছেলেটি ঠিক করলে আবার আকাশে উঠবে।

বোন বললে, 'আমাকেও সঙ্গে নে দাদা।'

দাদা বললে, 'নেব না। তুই সইতে পারবি না, আঁতকে উঠবি বুড়িকে দেখে, নয়ত যাঁতা দেখে আনন্দে হেসে উঠবি আর বুড়ি অমনি আমাদের দেখে ফেলবে।'

বোন কিন্তু বলে:

'হাসব না আমি, ভয় পাব না! আমায় সঙ্গে নে দাদা!'

বোনকে সঙ্গে নিলে ছেলেটা, দুজনে মিলে গাছ বেয়ে উঠল আকাশে। উঠল একেবারে মেঘ পর্যন্ত। রাস্তা খুঁজে চলতে লাগল।

চলতে চলতে পৌঁছল যেখানে ছিল ছোট্ট বাড়িটা। ঢুকল ভেতরে, কোণে বসে ভয়ংকরী থুথুড়ে বুড়ি কী যেন পিষছে যাঁতায়। ওর শুধু একটা চোখ, তাও ড্যাবডেবে, জ্বলজ্বল করে চিলের মতো।

'ওই, ভয় করছে দাদা, ভয় করছে!' বোন বললে চুপিচুপি।

দাদা তাকে ঠেলা দিলে: চুপ করে থাক, বুড়ির কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না।

বুড়ি ওদিকে যাঁতা ঘোরায় আর তার তল থেকে বেরিয়ে আসে যা বলার নয়, কওয়ার নয় — রাজ্যের সরুচাকলি আর পিঠে। যাঁতা থেকে বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই।

বোন আর সইতে পারল না। ব্যাপারটা তার কাছে এতই তাজ্জব লাগল যে হেসে ফেললে:

'হি-হি!'

খুব জোরে নয়, তাহলেও খিলখিল হাসি।

সে হাসি কানে গেল বুড়ির।

ভাই-বোনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল:

'ওহো, ধরা পড়েছিস তাহলে। আমার সরুচাকলি আর পিঠে পাচার করেছিস তোরাই!'



ভাই-বোনে দাঁড়িয়ে রইল আধমরা হয়ে।

চুল্লি জ্বালিয়ে বুড়ি বললে:

'এবার আমি তোদের ভেজে খাব! তুই ছেলে বস বেলচার ওপর, তোকে আমি প্রথম ঢোকাব চুল্লির মধ্যে।'

ছেলেটা বসলে বেলচায়, পা আর হাতদুটো রাখল সামনে এমনভাবে যে বুড়ি যতই চেষ্টা না করুক তাকে ঢোকাতে পারল না চুল্লির মধ্যে।

বললে:

'তুই ঠিকভাবে বসিস নি। মাথাটা রাখতে হয় চুল্লির দিকে।'

ছেলেটা বললে:

'আমি তোমায় ঠিক বুঝতে পারছি না দাদী, তুমি নিজেই বেলচায় বসে দেখাও কীভাবে চুল্লিতে ঢুকতে হবে।'

চুল্লির দিকে মাথা দিয়ে ডাইনী বসল বেলচায়, পিঠ পর্যন্ত বেঁকাল, ছেলেটা কিন্তু তিলমাত্র দেরি না করে যাদুকরীকে ঢুকিয়ে দিল চুল্লির ভেতরে!

বাঁচা গেল বলে খুশি হয়ে উঠল ভাই-বোনে, যাঁতাটা নিয়ে নেমে এল গাছ বেয়ে।

যাঁতার দৌলতে কী ভালোই না দিন কাটতে লাগল ছেলেমেয়ে দুটির আর মোরগটির। যাঁতা ঘোরে আর ওরা খায় পিঠে-পুলি, সরুচাকলি।

কিন্তু এই আজব যাঁতার খবর কানে গেল রাজার। লোক-লস্করদের ডেকে হুকুম দিলে, তারা এসে যাঁতা নিয়ে গেল অনাথদের কাছ থেকে।

ভাই-বোনদের মজুত খাবার ফুরিয়ে গেল সবই, ফের শুরু হল উপোস আর হা-হুতাশ।

বোন কাঁদলে ভাই কাঁদলে, আর মোরগ তা শুনে বললে:

'কোঁকর-কো! রাজার কাছে যাচ্ছি, নিয়ে আসব যাঁতা।'

গেল সে রাজার কাছে।

পথে দেখা ভালুকের সঙ্গে। ভালুক শুধাল, কোথায় সে যাচ্ছে।

'যাচ্ছি রাজার কাছে, যাঁতা আনতে, অনাথদের কাছ থেকে সেটা সে কেড়ে নিয়েছে।'

ভালুক বললে, 'আমাকেও সঙ্গে নে!'

'আমার ডান ডানার নীচে বস!' বললে মোরগ।

ভালুক বসল তার ডান ডানার নীচে। মোরগও চলতে লাগল।

চলতে চলতে দেখা নেকড়ের সঙ্গে।







নেকড়ে শুধাল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে মোরগ?'

'যাচ্ছি রাজার কাছে যাঁতাকল নেবার জন্যে, সেটা সে কেড়ে নিয়েছে অনাথদের কাছ থেকে।'

'আমায় সঙ্গে নে!' নেকড়ে বললে।

মোরগ বললে, 'আমার বাঁ ডানার নীচে বস।'

নেকড়ে বসল তার বাম ডানার নীচে, মোরগও চলল এগিয়ে। যেতে যেতে দেখে, পথে এক ছোট্ট দীঘি।

'কোথায় যাচ্ছিস রে মোরগ?' জিগ্যেস করলে দীঘি।

'যাচ্ছি রাজার কাছে যাঁতা আনবার জন্যে। সেটা সে ছিনিয়ে নিয়েছে গরিব অনাথদের কাছ থেকে।'

'আমায় সঙ্গে নে!' বললে দীঘি।

মোরগ বললে, 'বেশ, তুই থাকবি আমার গলার থলিতে।'

গোটা দীঘি শুষে নিয়ে মোরগ চলল এগিয়ে।

রাজবাড়িতে এসে মোরগ জানলার কাছে গান ধরলে:

'আমার, মোরগের আছে লাল ঝুঁটি, আর পাজি রাজার তা নেই! গরিব অনাথদের কাছ থেকে সে ছিনিয়ে এনেছে যাঁতাটা, আর নিজে খায় পিঠে-পুলি, সরুচাকলি।'

রেগে গেল রাজা, লোক-লস্করদের বললে মোরগটাকে তাড়াতে। মোরগ কিন্তু লাফিয়ে পাশে সরে গিয়ে ফের চিৎকার জুড়লে:

'আমি মোরগ, আমার আছে লাল ঝুঁটি, পাজি রাজার তা নেই। বেচারা গরিব অনাথদের যাঁতা নিয়ে সে খায়!'

লোক-লস্করদের রাজা বললে মোরগকে ধরে আস্তাবলে বুনো ঘোড়াদের কাছে ফেলতে, ওরা যেন তাকে খুরে থেঁতলে মারে। মোরগকে ধরে রাজার লোক-লস্করেরা তাকে বুনো ঘোড়ার খুরের তলে ফেলে দিলে।

আর ডান ডানার নীচ থেকে মোরগ নামিয়ে দিলে ভালুককে, আর সে রাজার ঘোড়াদের বেশ করে কামড়ে খেলে।

পরের দিন সকালে লোক-লস্করেরা এল আস্তাবলে, দরজা খুললে, আর মোরগ তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে উড়ে গেল রাজার জানলায়, গান ধরলে:

'আমি মোরগ, আমার আছে লাল ঝুঁটি, পাজি রাজার তা নেই। বেচারা গরিব অনাথদের যাঁতা নিয়ে সে খায়!'







ভয়ানক ক্ষেপে উঠে রাজা লোক-লস্করদের হুকুম দিলে মোরগকে ধরে বুনো ভেড়াদের মধ্যে যেন ছেড়ে দেয়, ওরা গুঁতো মারুক ওকে।

মোরগ ভয় পেল না। বাঁ ডানার নীচ থেকে ছেড়ে দিলে নেকড়েকে, নেকড়ে ভুষ্টিনাশ করলে ভেড়াদের।

পরের দিন সকালে রাজার লোক-লস্করেরা দেখতে এল কী ব্যাপার আর তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে মোরগ ফের রাজার জানলায় উড়ে গিয়ে গান ধরলে:

'আমি মোরগ, আমার আছে লাল ঝুঁটি, পাজি রাজার তা নেই, বেচারা গরিব অনাথদের যাঁতা নিয়ে সে খায়!'

রাগে আগুন রাজা কাঁপতে লাগল অসহায় হয়ে, ভেবে পায় না কী করে রেহাই পাওয়া যায় এই মোরগটার হাত থেকে।

লোক-লস্করদের ডেকে রাজা বললে লোহার গোসলখানা তাতিয়ে গনগনে করে তাতে মোরগটাকে ফেলতে, যাতে সেখানেই তা ভাজা হয়।

তাই ফেলা হল। মোরগ কিন্তু তার গলার থলি থেকে জল বার করে গোটা গোসলখানা ভাসিয়ে দিলে, ঠাণ্ডা হয়ে গেল গোসলখানা।

সকালে লোক-লস্করেরা দেখতে হল গোসলখানা, আর তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে মোরগ ফের রাজবাড়িতে, রাজার জানলায় গান ধরলে:

'আমি মোরগ, আমার লাল ঝুঁটি, পাজি রাজার তা নেই। বেচারি গরিব অনাথদের যাঁতা নিয়ে সে খায়!'

রাজার এদিক-ওদিক মাথা ঘোরে। আর কী উপায়?

লোক-লস্করদের হুকুম দিলে মোরগকে ধরে সেদ্ধ করে তার জলযোগের জন্যে আনতে।

এতই রাগ হয়েছিল রাজার যে মোরগ সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তার তর সইল না। না চিবিয়ে স্রেফ তাকে গিলে ফেললে গোটাগুটি।

গিলে তো ফেললে, কিন্তু পেটের ভেতর থেকে ফের গান ধরলে মোরগ:

'আমি মোরগ, আমার লাল ঝুঁটি, রাজার তা নেই। বেচারা গরিব অনাথদের যাঁতা নিয়ে সে খায়!'

রাগী রাজা মাপ করলে মোরগকে।

বললে, 'বেরিয়ে আয় মোরগ, যেখানে খুশি চরে বেড়া, শুধু আমায় থাকতে দে শান্তিতে! তোকে আর ঘাঁটাব না!'

আর মোরগ বলে:

'বেচারা অনাথদের যাঁতা যতক্ষণ না ফেরত দিচ্ছ, ততক্ষণ বের‍ুব না।' ফের গান ধরলে:

'আমি মোরগ, আমার লাল ঝ‍ুঁটি, রাজার তা নেই। গরিব বেচারা অনাথদের যাঁতা নিয়ে সে খায়!'

আর লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শোনে, পাজি রাজাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কী আর করা যায়, অনাথদের যাঁতা ফিরিয়ে দিতে হল পাজি রাজাকে। মোরগও রাজার পেট থেকে বেরিয়ে উড়ে গেল বাড়িতে।

মোরগকে দেখে কী আনন্দই না হল ভাই-বোনের!

সেই থেকে ভাই-বোন আর তাদের মোরগটি দিন কাটাতে লাগল স‍ুখে-স্বচ্ছন্দে। যাঁতা তাদের পিঠে-প‍ুলি, সর‍ুচাকলি এত দিত যে নিজেদের খিদে তো মিটতই, হাভাতেদেরও ডেকে খাওয়াতে অস‍ুবিধা হত না।







Петушок с красным гребешком
На языке бенгали

The Cock with the Crimson Comb.
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

শিশুদের জন্যে

কথক — ভিক্তর ভাজদায়েভ

П $\frac{70801-119}{031(01)-82}$ 590—82

4803010000



লাল-ঝুঁটি মোরগটি

Петушок с красным гребешком
На языке бенгали

The Cock with the Crimson Comb.
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

শিশুদের জন্যে

কথক — ভিক্তর ভাজদায়েভ

П $\frac{70801-119}{031(01)-82}$ 590—82

4803010000